ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে কিছু স্মৃতিরোমন্থন
মজহারুল কুদ্দুছ

১৯৪০ সন। তখন আমি চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের অবিভক্ত বঙ্গদেশের বীর ছাত্রনেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে দেখার এবং সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছিল। চট্টগ্রামে আসার আগে তিনি ফরিদপুরে জনসভা করতে গিয়ে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার রোষানলে পড়ে গ্রেপ্তার হন। তাঁর মুক্তিতে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউটে চট্টগ্রামের ছাত্র- জনতার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সে উপলক্ষ্যে আমরা তাঁকে বরণ করতে চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে যাই। তখন তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে এম.এ. শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। চট্টগ্রামের একটি বনেদী পরিবারের সন্তান, মেধাবী ছাত্র এবং ছাত্র আন্দোলনের অগ্রণী নেতা হিসাবে চট্টগ্রমের ছাত্রগণ তাঁকে নিয়ে গৌরবান্বিত। তাঁর সাথে উক্ত সাক্ষাতের সূত্র ধরে পরবর্তীতে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বে আমরা কাজ করি। ছাত্র রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গঠনমূলক উপদেশ ব্যক্ত করতেন যে, ছাত্র হিসেবে নিজেদের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সর্বোপরি দেশের প্রতি সার্বিক কর্তব্য পালনের জন্য নিজেদের তৈরী করাই যেন আমদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়। প্রস্তুতির এই সময়ে আমরা যেন কোনরূপ বিশৃংখলায় বিভ্রান্ত না হই। আমি দেখেছি, ছাত্রদের তিনি অসীম স্নেহ করতেন এবং পড়াশুনা ও পরোপকারী সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। পরবর্তীতে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করলেও তাঁর মধ্যে এই স্বভাবসূলভ ছাত্র প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনধারায় আমি বিভিন্ন সরকারী- বেসরকারী কাজে নিয়োজিত থাকলেও যখনি সুযোগ পেতাম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং পরবর্তীতে স্পীকার থাকাকালীন ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর দাওয়াতী তালিকা থেকে আমাকে কখনো বাদ দেনিনি। এই স্নেহবন্ধন আমি আজো সযত্নে লালন করি।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈষম্যমূলক আচরনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমি যদিও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের চাকুরী করতাম, তিনি ঢাকা এলেই আমার কর্মপরিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক

চলমান পাতা নং-০২

নীতির বাস্তব ফলাফলের নজীরসমূহ আমার কাছ থেকে জেনে নিতেন এবং দেখেছি সেগুলোর প্রতিকারের সক্রিয় পদক্ষেপ নিতেন। এ প্রসঙ্গে একটি নজীর পেশ করছি।

আমি ঢাকায় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক (বেসরকারী খাত) হিসেবে কর্মরত। তখন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে যে ইন্টার উইং পরিসংখ্যান (আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত উপাত্ত) প্রকাশ হলো তাতে দেখা গেল যে, ১৯৬৭ সনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এক বছরে ২০ কোটি টাকার (তৎকালীন রূপী) উপরে WARP KNITTING শাড়ী (বিশেষ ক্যারোলিন শাড়ী) আমদানী হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানে ১০টি WARP KNITTING শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহন করি এবং এখানকার উদ্যোক্তাও জোগাড় করি। এদের অর্থায়নের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে আবেদন করা হয়। উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ইক্যুয়িটিও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দেখা গেল, এক বছরের মধ্যেও পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত উদ্যোক্তাগণের মেশিনারীজ আমদানীর জন্য এল.সি. খুলেনি। তখন আমি ব্যাপারটি ফজলুল কাদের চৌধুরীর গোচরীভূত করি। তিনি কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জোরালো তাগিদা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ১০ জন শিল্পোদ্যোক্তার জন্য এল.সি. খোলার ব্যবস্থা করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য প্রকটরূপে ধরা পড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এর পর থেকে উক্ত পরিসংখ্যান প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এ জাতীয় ঘটনা আমি ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রে তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানেক অবহিত করতাম, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষ্যম্যের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। একথা বলা যায় যে, ক্ষমতাসীন দলের ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একটি সাদৃশ্য ছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী কেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষায় প্রভাব খাটাতেন, আর শেখ মুজিব এই অভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার আদায়ে আন্দোলন জোরদার করতেন। চিন্তাধারার পার্থক্য সত্ত্বেও শেখ সাহেব ফজলুল কাদের চৌধুরীকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন এবং বড় ভাই বলে সম্বোধন করতেন। তাছাড়া উভয়ে উভয়কে নিজ নিজ রাজনৈতিক পথে টানার চেষ্টাও করতেন।

চলমান পাতা নং-০৩

১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলাম। আমি দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের অগনিত যুবক ছেলেদের পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা বলে ধরে নিয়ে নির্যাতন চালালে চৌধুরী সাহেব অনেক সময়ে লুঙ্গি, পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় ছুটে গিয়ে পাকিস্তানী আর্মি অফিসারদের কবল থেকে এদেশের ছেলেদের ছাড়িয়ে আনতেন এবং বলতেন, এদেশের যুব সম্প্রদায়কে যদি তোমরা শেষ করে দাও তাহলে কাদের নিয়ে এ দেশ থাকবে?

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর চৌধুরী সাহেব কারারুদ্ধ হন। আমি শেখ সাহেবের সাথে দেখা করে চৌধুরী সাহেবের কথা বললে শেখ সাহেব বললেন, "দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চৌধুরী সাহেব কারাগারে নিরাপত্তার মধ্যেই আছেন। সময় সুযোগ মতে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে।" আল্লাহর হুকুম, সেই জেল-মুক্তির সময় আর আসেনি। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুলাই আকস্মিকভাবে পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে চৌধুরী সাহেব চিরবিদায় নিলেন। পরের দিন চৌধুরী সাহেবের মৃতদেহ চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে পৌঁছলে প্রায় পাঁচ শতাধিক গাড়ীর বহর নিয়ে বিপুল জনতা রাজকীয় সম্বর্ধনায় তাঁকে গ্রহণ করে। দল মত নির্বিশেষে বিশাল জনতার শোখ মিছিল তাঁর নশ্বর দেহকে চট্টগ্রাম শহরস্থ গুডস হিল বাসভবনে নিয়ে আসে। সারারাত ধরে চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়। পরের দিন ১৯ জুলাই সকালে চট্টগ্রাম কলেজের প্যারেড ময়দানে লোকে-লোকারণ্য অবস্থায় তাঁর নামাজের জানাযা সম্পন্ন হয়। পরে তাঁকে নিজ বাড়ী রাউজানের গহিরায় দ্বিতীয় জানাযার পর দাফন করা হয়।

পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময়ে প্রতিকুল রাজনৈতিক অবস্থায় তাঁর প্রতি অগণিত জনতার যে ভালবাসার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে, মহান রাব্বুল আলামীন যেন এই উছিলায় তাঁকে পরকালীন নাজাত দান করেন- আমিন!

(লেখক মরহুম জনাব মহজারুল কুদ্দুছ চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ ফরহাদাবাদ গ্রামের এক বনেদী মুসলিম পরিবারের সন্তান। বাংলাদেশ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৩-তে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের একজন পদস্থ বাঙ্গালী আমলা হিসাবে যেমনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে, তেমনি তৎকালীন অবিভক্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনীতির পাদপীঠ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন বেকার হোষ্টেলে অবস্থান করেন অনেক খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে। বাংলাদেশের স্থপতি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সহপাঠী হিসাবে তৎকালীন পাক- ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের একজন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তাঁর স্মৃতি বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ)।